দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... ৬ ...

পাঠ্যসূচী থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেয়ার দাবি ভারতে

সংঘ পরিবারের সুপারিশ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ, এমনকি বর্তমানে তিনি অপ্রাসঙ্গিক বলে অভিযোগ তুলেছে দেশটির ক্ষমতাসীন বিজেপি জোটের সঙ্ঘ পরিবার ঘনিষ্ঠ সংস্থা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উত্থান ন্যাস। তাদের দাবি, ইংরেজী পাঠ্যসূচী থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিতে হবে। সংস্থাটির প্রধান দীননাথ বাত্রা এনসিইআরটিকে চিঠি দিয়ে তার দাবির সপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। খবর আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইনের।

এছাড়াও দীননাথের কোপানলে পড়েছেন মির্জা গালিব, বামপন্থী পাঞ্জাবী কবি পাশ, চিত্রকর এম এফ হুসেন ও কবি রামধারী সিংহ দিনকর। শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ হিন্দি শেখাতে পাঠ্যপুস্তক থেকে উর্দু, ইংরেজী ও আরবি শব্দ ছেঁটে ফেলারও প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। চিঠির বিষয়টি সামনে আসতেই দলমত নির্বিশেষে পার্লামেন্ট সদস্যরা প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন। বুধবার আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভায় নোটিস দেবে তৃণমূল কংগ্রেস।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিএমের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএমের নেতা সীতারাম ইয়েচুরির মতে, সঙ্ঘ-বিজেপি জোট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অসম্মান করেছে। এদের কোন ধারণাই নেই যে উর্দু হলো একটি ভারতীয় ভাষা।' পুরো ঘটনায় বিরোধীদলগুলো ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে একাট্টা হলে বিব্রত অবস্থায় পড়েছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের আশঙ্কা, পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ রচিত জাতীয় সঙ্গীতও সঙ্ঘের কুনজরে পড়তে পারে। তাদের অভিযোগ সঙ্ঘ পরিবার জাতীয় সঙ্গীত পাল্টে ফেলার চেষ্টা করছে।

দীননাথের চিঠিতে বলা হয়েছে, দশম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যক্রমে 'প্লেসেস ন্যাশনালিজম এগেনস্ট আদার আইডিয়াল' শিরোনামের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ থাকায় জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদের মধ্যে অযৌক্তিক লেখা দিয়েছে। বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে এম এফ হুসেনের আত্মজীবনীর অংশও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার কথা বলা হয়েছে। দীননাথের মতে, তা বাদ দিয়ে বরং রানা প্রতাপ, বিবেকানন্দ বা সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিদের কথা পড়ানো উচিত। পাঠ্যবইয়ে লেখা রয়েছে ২০০২ সালে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লেগেছিল। সঙ্ঘ পরিবারের দাবি, বাক্যটি পরিবর্তন করে আগুন লাগানো হয়েছিল কথাটি লিখতে হবে। শুরুতে দীননাথের চিঠির খবর ভুয়া বলে দাবি করেছিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। পরে প্রকাশ জাভড়েকর জানান, তিনি বিষয়টি ভাল করে জেনে পার্লামেন্টে বিস্তারিত জানাবেন।